

Released on 22-5-1937

মতিমহল যিয়েটার্জিত প্রথম অবস্থা



নাঈল

S
IAI



মতিমহল থিয়েটার্সের

প্রথমতম অর্থা—

বাহু লৌ

আমর্তী ভোক্তা



শুভ-উদ্বোধন

শনিবার ২২শে মে, ১৯৩৭

রাপবান

প্রযোজক—

প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পাংশ—

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সর্বস্বতী

চিত্র-শিল্পী—শৈলেন বসু

শব্দ-বস্তু—সি. এল. নিগম

স্থর-শিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে

রূপ-শিল্পী—হরিপদ চন্দ্র

বসায়নাগারাদ্যক্ষ—

কুলকা রায় ও হৃদীর দে

পট-শিল্পী—বটকৃষ্ণ সেন

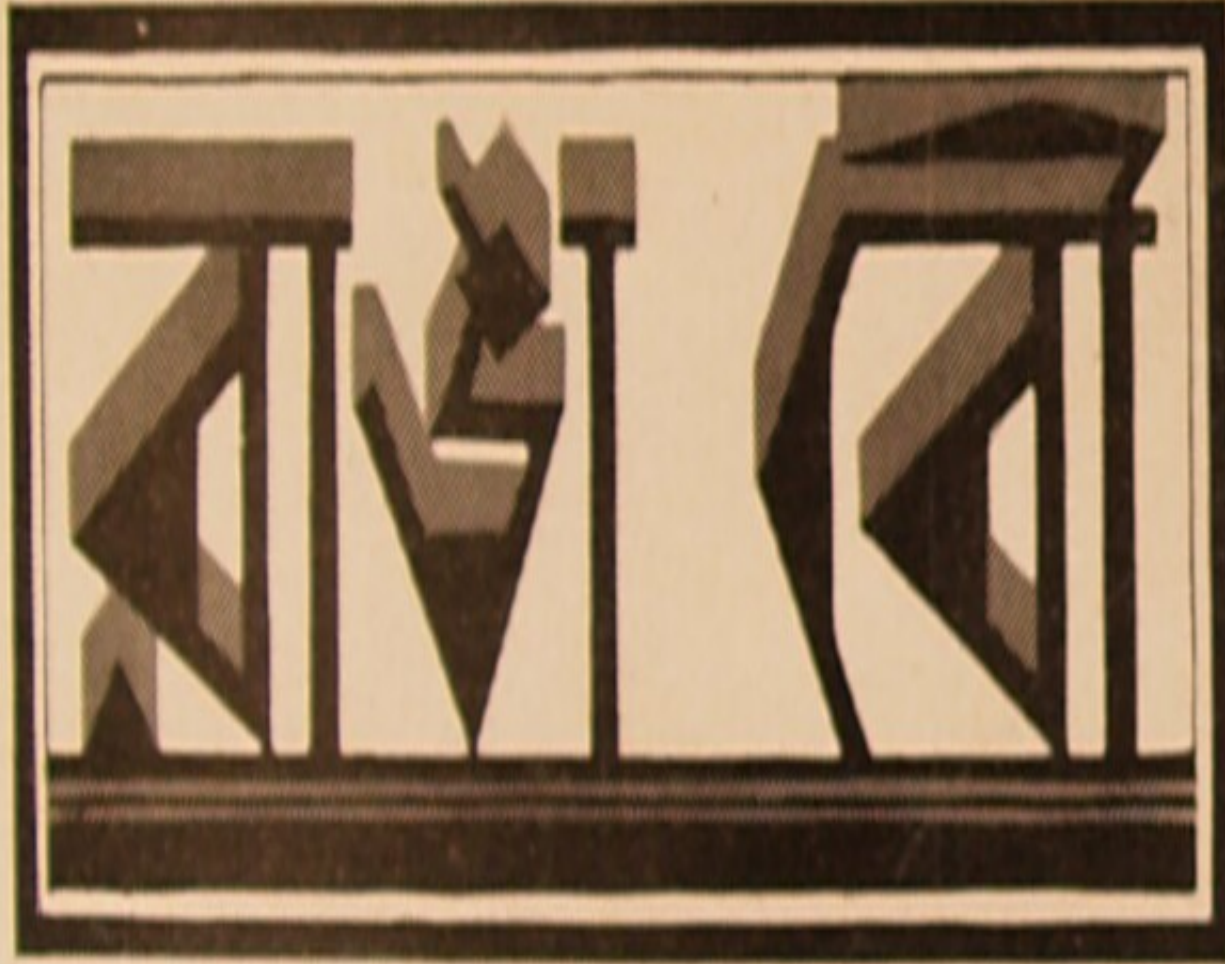
চিত্র-সম্পাদক—ধরমবীর

ব্যবস্থাপক—

গোপাল মহারেশ ও কৃষ্ণচন্দ্র

স্থির-চিত্র-শিল্পী—বিপিনাথ ধর

প্রচার-সম্পাদক—প্রভাতাঙ্কুঃগুপ্ত



রূপবানীর প্রচার-সম্পাদক শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্তৃক
সম্পাদিত ও ১৮নং বন্দাবন বসাক স্ট্রিটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিটিং
ওয়ার্কসে শীগোষ্ঠবিহারী লোককর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কল্যাণী—ছায়াদেবী

নন্দা—মেনকা

বিধুপতি—জীবন গঙ্গো

অসমজ্ঞ—রতীন বন্দ্যো

সনাতন—মনোরঞ্জন ভট্ট

মিঃ বোস—নির্ধ্বলেন্দু লাহিড়ী

হুরেন—মণি ঘোষ

পাণলিনী—রাধারাণী

চন্দ্রা—শেফালিকা (পুতুল)

রমা—পূর্ণিমা

নিমাই—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

রহিম—সরোজ বাগচী

মিঃ রায়—অনিল মিত্র

মিঃ বোসের ভগ্না—মীরা ঘোষ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

ষ্টুডিওতে "আর, সি, এ"

শব্দ-বস্তু গৃহীত

== রাঙা বৌ ==

গল্পাংশ



কলকাতার কাছাকাছি একটা গ্রাম—
বিশ্বপতি ও নন্দা—সাধারণ ঘরের ছেলে আর
জমিদারের মেয়ে।

পেছন থেকে বিশ্বপতি এসে নন্দার চোখ
টিপে ধরে। নন্দা বলে—“চিনেছি—তুমি
বিশুদা।”—

“ছয়ো হ'ল না—আমি
তো'র বর।”

* * *

বিধিলিপি—নন্দার
সঙ্গে বিয়ে হ'ল অসমঞ্জস—
আর বিশ্বপতির সাথে
কল্যাণীর—আমাদের রাঙা
বৌয়ের।

* * *

পাঁচ বছর পরের কথা—বিশ্বপতি আজ মাতাল, বেড়ায় যেচে পরের উপকার
 করে—ছলে বাগ্দী সকলকার—নন্দাকে ভোলবার জ্ঞ। স্ত্রী কল্যাণী কিন্তু বোঝে ভুল।
 পাড়ার মেয়ে রমা বোঝালেও বোঝে না। সে তার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দীহান।
 সে ভাবে পাড়ার ছলে-বো চন্দ্রা—চলচলে মুখ, কালো-হরিণ-চোখ, অলৌকিক রূপ-যৌবন
 নিয়ে স্বামীকে বশ করেছে। কল্যাণী পুকুর ঘাটে চন্দ্রাকে বলে—“তোমার জল গায়ে লাগলে
 আমাকে নেয়ে মরতে হবে সে খেয়ালটুকু আছে?” চন্দ্রা বলে—“দাদাবাবুকে বলব’খন আমার
 জ্ঞ একটা আলাদা ঘাট করে দিতে।”



* * * * *

নন্দা অসমঞ্জের দুটা হাত চেপে ধরে বলে—“তোমাকে
 অনেক কথাই বলেছি—একটা কথা বলা হয়নি, সে জ্ঞ
 আমাকে মাপ কর।—বিশুদা—আমাকে ভালবাসতো। আমার
 সঙ্গে বিয়ে হোলো না বলে সে আজ মাতাল—আজ সবাই
 তাকে ঘৃণা করে।”

অসমঞ্জ উদার প্রকৃতির লোক—মনে মনে ভাবলে নন্দাই
 তাকে ফেরাতে পারে—মুখ টিপে হেসে বলে—“এদ্বিনে বুঝলুম
 নন্দা তুমি কেন বাপের বাড়ী আসতে চাও না। সে
 ভদ্রলোককে তোমাকেই বাঁচাতে হবে।”



* * * * *

আগের রাতে চন্দ্রার-মাকে বিশুর সংকার করাটা কল্যাণীর
সহ হ'ল না।

চন্দ্রার কথা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনের ঝগড়া শুরু হ'ল—

এমন সময় অসমঞ্জ এসে বিশ্বপতিকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল
নন্দার নাম নিয়ে। কল্যাণী আড়াল থেকে সব শুনলে।
রাগ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল—নন্দা—নন্দা—যার সঙ্গে বিয়ে
হয়নি ব'লে দম্ ফেটে ম'রে যাচ্ছেন!—

ফলে আবার দুজনে কলহ! স্ত্রীর কটু কথায় বিশু ঘর
ছেড়ে রাগ করে চলে গেল।

* * * *

অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল বিশ্বপতিকে, নন্দা আর অসমঞ্জ,
তাদের ঘরে। দুজনকার মনের মধ্যে খেলে গেল কত বালোর-স্মৃতি-বিজড়িত মধুময়-স্বপ্ন।—
এই সেই বিশুদা—আজ নেশা ভাঙ ক'রে চক্ষু কোটরাগত—রং মলিন। বিশু এসেই
নন্দার কাছে কিছু খেতে চাইলে। অতি যত্ন সহকারে নন্দা খাওয়ালে।

নন্দার অনুরোধে বিশু তাদের সঙ্গে পুরী যেতে সম্মত হ'ল। ভাবলে এই সুযোগে
রাঙাবৌ বেশ জুদ হ'বে।

* * * *

কল্যাণী উতলা—আজ পনের দিন স্বামী ঘর-ছাড়া—পাড়ার ছেলে নিমাইয়ের মুখে



শুনলে বিশ্বপতি পুরী গেছে নন্দাদের সঙ্গে । কল্যাণী তখন
উতলা হয়ে গ্রাম-সম্পর্কে-দেবর নিমাইকে নিয়ে স্বামীর
সন্ধানে পুরী রওনা হ'ল ।

* * * *

এদিকে মাতৃহারা, স্বামীহারা চন্দ্রা অবলম্বনহীন—এই
সুযোগ পেয়ে নন্দার অসচ্চরিত্র, লম্পট, কাকা সুরেনবাবু



হীন প্রস্তাব করে। চন্দ্রা প্রত্যাখ্যান আর উপেক্ষা করতে
সুরেন এক রাত্রে দুর্ভক্তের সাহায্যে অপহরণ করে চন্দ্রাকে
নিয়ে এল কলকাতায়—

তখন কল্যাণী স্বামীর এই অবহেলার কথা শুনে কিছুতেই
পুরী থাকল না। নিমাই বলে সে তাকে মায়ের মতো রাখবে।

তারি সাথে সে এলো কলকাতায়।

* * *

কলকাতা সহর—পাড়ার
বৌকে মা-বোনের মত রাখলে
কি হবে—অনেক অসুবিধা।
একদিন নিমাইয়ের ঘরে সুরেন
এসে কল্যাণীকে দেখে তার
দিদির বাড়ী আশ্রয় দেবে বলে
তাকে নিয়ে গেল।

* * * কোথায়

দিদির বাড়ী! বাসায় নিয়ে
গিয়ে হীন প্রস্তাব—অত্যা-
চারের চেষ্টা—রমণীর কাতর
কণ্ঠস্বর আকর্ষণ করে

কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু নারী
পুরী যাত্রাকালে পেয়েছিল
বাধা।—মনে মনে ভেবেছিল
হয়ত বা একটা কিছু ঘটবে।
হ'লও তাই—পুরীতে এসে
যখন সে শুনলে যে নন্দা তার
স্বামীর রোগশয্যায় সেবা করে
মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে
আর তাকে খবর দিতে
বিশ্বপতি বারণ করেছে



উপরতলায় বাড়ীওয়ালা বিধবা মহিলার বড় ভাই মিঃ বোসকে—আগ্রা থেকে নব প্রত্যাগত।

তিনি সুরেনের কবল থেকে কল্যাণীকে করলেন রক্ষা। কিন্তু কল্যাণী অদ্বুত মেয়ে!—স্বামীর কাছে যাবে না—দেশেও যাবে না—



কল্যাণীর পিড়াপিড়িতে সরল-প্রাণ মিঃ বোস তাকে নিয়ে এলেন আশ্রয়—গৃহকর্তারূপে—
রইল ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য।

* * * * *

বিশ্বপতি ভাল হয়ে উঠেছে—নন্দার ইচ্ছে সে ফিরে যায় রাঙা বৌয়ের কাছে—
বিশ্বপতি তার কথা রাখলে। দেশে ফিরল।

কিন্তু—

—“ঐ দেখ্ বিশ্ব ফিরে এসেছে যার বৌ নিমাইয়ের সঙ্গে
পালিয়েছে।”—প্রতি পাদক্ষেপে একই কথা তার কাণে বিষ
ঢালতে লাগল—

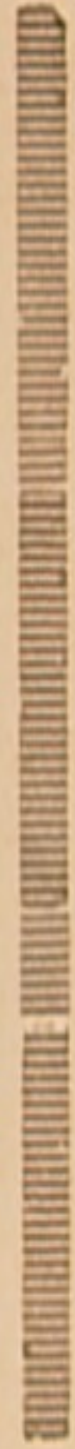
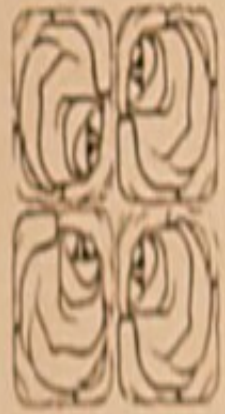
* * বিশ্ব কলকাতায় চলে এসে নিমাইকে
রাঙা বৌ কোথায় জিজ্ঞাসা করলে।

নিমাইয়ের কাছে বিশ্ব জানল কল্যাণী সুরেনবাবুর
আশ্রয়ে—যে সুরেন চন্দ্রাকে অপহরণ করেছিল! চন্দ্রার
বাড়ী এসে বিশ্ব আবার মদ ধরলে—আবার সেই উশুআল
অভ্যাস।...সেখানে কঠিন পীড়া চন্দ্রা প্রাণপণে সেবা করে
তাকে ভালো করে তুলল।

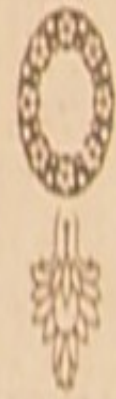
এদিকে সুরেন পুলিশের হাতে—

* * * * *

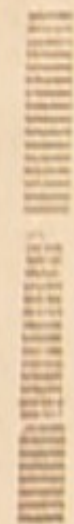




নন্দা কলকাতায় মৃত্যু-
শয্যায় রাজযত্না। অসমঞ্জ
ডেকে নিয়ে এল বিশুকে। শেষ
সময় বলে গেছল নন্দা—“যেন
বিশুদা তাকে ভোলে—তা না
হ'লে সে স্বর্গে গিয়েও শাস্তি
পাবে না। পরজীকে মনে মনে
চিন্তা করাও পাপ।”



বিশু বলেছিল—
ভুলতে তাকে পারবে
না' তবে তাকে দেবীর





চক্ষে দেখবে আর মাতৃরূপে
হৃদয়ে স্থান দেবে।

আর একটা কথা বলেছিল
নন্দা "সে ফিরে আসবে—



তুমি ঘরে যাও, বাড়া বৌ ভাল
মেয়ে—নিশ্চয় ফিরে আসবে।"

সেই থেকে বিশু খুঁজে
বেড়াচ্ছে কল্যাণীকে।



আগ্রায় সরল-প্রাণ মিঃ বোস বন্ধুর প্ররোচনায় একদিন—

“—মানে বলছিলুম কি আমি বিপত্তোক আর আপনিও
স্বামী পরিত্যক্তা”—

“কি ? কি বললেন ?—” কল্যাণী শুধায়।

“—না মানে কথা আপনি আমার বোন—আমার মা—”

কল্যাণী চাইলে তখনই তাকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে
দেওয়া হ'ক।

—রাঙা বৌ...মনে তুমুল দ্বিধা ও ব্যথা নিয়ে সেই কালরাত্রে
একলাই—

যাত্রা করল—মিলনের পথে নব-অরণোদয়ের আশায়।



— রাঙা বো'এর গান —

— এক —

আমি তো চলিছ বন্ধ
তোমাতে ছাড়িয়া ।
ল'য়ে যাই আঁখিজল
বাঁশিতে পুরিয়া ॥

• • •
আকাশে উঠিবে চাঁদ
বাবলা-বনের ফাঁকে,
সে-চাঁদ দেখিয়া মোর
পর্যাপ কেমনে থাকে ?
তুমি চাঁদ না রহিলে
কে আর আমারে বাপে ?

• • •
যে পথে যাবরে বন্ধ
পদ-চিহ্ন যাব রেখে,
আমার দেশে যাইও তুমি
সেই সে চিহ্ন দেখে দেখে ।

• • •
আকাশে উঠিলে মেঘ
তুফানে নিভিল বাতি,
কার বুকে মুখ রেখে
কাটিবে আমার রাত্তি ?
পিঞ্জরার পাখী আমি
তুমি যে আছিলে সাথী ।

মালায় কুহুম গোলান রেখে
পরিচো সে জুল কেশে
স্বপ্নে তোমার পাব কল্পা
বন্ধু-স্বারা বেশে ।





— তিন—

আমায় নূতন করে বাঁধলে
 আবার নূতন সুরের ছন্দে
 আমার বাথার মালায় ফোঁটালে ফুল
 নূতন গীতি-গঞ্জে ।
 কোন্ হারাণ সুরের টানে
 মন যে ছোটে স্বদূর পানে
 ভুলিয়ে দিলে নূতন আলোয়
 সকল বিধা-বন্ধে ।

— চার —

রূপসা নদীর ধারে
 যারে গোঁজে হুঁচী নয়ন
 সে কই আসে নারে !
 কোমল হুঁচী চোখের ছায়া
 কেবল মনে বাড়ায় মায়া
 গহীন রাতে স্বপন আনে
 আমার চোখের পারে ॥
 সে গেছে আজ দূর-প্রবাসে
 মুখের মায়া ভেসে আসে
 পরাণ উতল করে ॥
 গুরে কোমল, গুরে মধুর
 আজও কি তুই রইবি স্বদূর !
 আর কতকাল এমন করে—
 কাদব হাহাকারে ॥

— দুই —

কাদ কাদ কেবল কাদ
 বেদন পাবে কোমল প্রাণে
 বুকটী বাধ বুকটী বাধ !
 আপন জনে ফিরিয়ে পেতে
 পরের ঘারে নিকুই সাধ !
 কাদ কাদ কেবল কাদ ।

— পাঁচ —

চোখ খুলে তুই দেখনা চেয়ে
ভবের ডিঙ্গা ঘাটের ধারে
ভরা গাঙে নাম্ছে আঁধার
এই বেলা তুই চ'না পারে ।



খোলরে বাঁধন থাকতে বেলা
শেষ করে দে ভবের খেলা
মিছে নায়ায় বন্ধ হয়ে
থাকিস্নে আর কারাগারে ॥

— ছয় —

আমি চিনেছি চিনেছি চিনেছি তার বাঁশী ।
অরুণ-বরণ নুপুর নিকণ সে যে তরুণ-উদাসী ॥
আসে ঐ নদের গোরা ।
মোদর প্রাণের গোরা ।



ভাবিস্নে আর আপন পর
হরির নামে করবে ভর
পাবের কড়ি লাগবে না তোর
পার হবি সেই চরণ ধরে ॥

তারে বড় ভালবাসি ॥

— আট —

যদি দুঃখ দিয়েছ প্রভু
আমি সকলি সহিব একা,
জানি দুঃখের রজনী শেষে
তুমি একদা দিবে গো দেখা ।
বেদনার ধূপ জালি
সাজাই পূজার থালি
মোর মন্দির তলে প্রভু
তুমি আঁকিবে চরণ রেখা ॥

— সাত —

উলু দিয়ে বরণ করে
ঘরের বৌ যে আনলি ঘরে ।
কিসের ছলে সে দিন তারে
তাড়িয়ে দিলি হতাদরে ॥



— দশ —

নয়ন মুদিলে দেখা যদি পাই

অক্ষ করিয়া দাও গো !

দারা-সুত দিলে যদি প্রেম মিলে

কেড়ে নাও কেড়ে নাও গো !

চাহিনা ধন-মান মোহ-মোহন

চাহিনা গরবিত রূপ-যৌবন

বাহা পেলে হায়, হৃদি ভরে যায়

কণাটুকু তারি দাও গো !

— এগার —

হে রুদ্র একি প্রলয় জাগালে

সৃষ্টি-নাশন চরণ ঘায় ।

ঘন মেঘজাল তব জটাঝাল

মৃত্যু আধারে গগন ছায় ॥

ক্রন্দসী ধরা কাদে হায় হায়

চন্দ্র তারকা মূরছি লুটায়

বজ্র-নির্নাদে অট্ট হাসিছ

সপ্ত-সাগর নমিছে পায়

দলিত-আত্মা ডাকে ভগবান

মঙ্গল-শুভ নিল বিদায় ॥

—:~:—

— নয় —

মন্দিরে দেবতা নাহি !

আরতি প্রদীপখানি

সহসা নিভাল' গো

ঝঙ্কা প্রলয় বাহি'

অর্ঘ্য-কুসুম মালা, কখন শুখাল গো

ময় ওঠে না কেহ গাহি !

পূজারিণী হাহাকারে মাটিতে লুটাল গো

শূন্য বেদীর পানে চাহি ॥



জানেন—এগুলো শিশুমনের ভাইটামিন?

গোষ্ঠবিহারী দে

নীতিগম্পগুচ্ছ

গম্পবীথি

গল্পে শেখসাদীর নীতি সঞ্চয়ন

কয়েকটি সরস গল্পের নতুন সাজি

৪র্থ সংস্করণ—দাম ১০/০।

২য় সংস্করণ—দাম ১০/০।

জাতকের গম্পমঞ্জুষা

বুদ্ধ জাতকের কতিপয় শ্রেষ্ঠ গল্প

দাম ছয় আনা।

ইষ্টাৰ্ণ-ল-হাউস

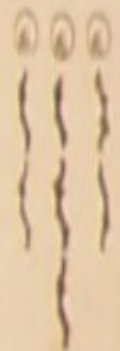
১৫নং কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা।



শ্রীঅখিল নিরোগীর লেখা

কথা সাহিত্যে

স্মরণীয়-দান



— উপন্যাস —

ভাইফোঁটা—১\

— গল্প —

ফুল ফোঁটে ফুল ঝরে—১\

ছেলেদের নাটক

বাধাদিত্য—১০\ মহাপূজা—১০\

ছেলেদের উপন্যাস

বেপরোয়া—১\

ক্ষণজন্মা—১\

ভূতুড়ে দেশ—১\

নতুন উপন্যাস

ঘুণিপাকে—১\

ছেলেদের গল্প

স্বপন পুরী—১০\

পরীর দৃষ্টি—১০\

বাঘমামা—১০\

মধুচক্র—১\

সর্বত্র পাওয়া যায়।



Short Film Sarkari Jamai
released with Ranga Bou